‘আর ঘটবেনা’ হচ্ছে একটি নিষ্ঠুর পরিহাস

মূল রচনা: **ইনাম আহমেদ ও শাখওয়াত লিটন**
প্রকাশ: **ডেইলি স্টার, ০৮ অক্টোবর, ২০১৭**
ভাবানুবাদ: **মো. মজিবুল হক মনির, কোস্ট ট্রাস্ট**

১৯৯৪ সালটি মানব ইতিহাসে ভয়ংকর একটি বছর হিসেবে চিত্রিত হতে পারে, বছরটি রুয়ান্ডায় গণহত্যা বন্ধ করতে বিশ্ব মানবতার ব্যর্থতার লজ্জা বয়ে বেড়াচ্ছে। ঐ গণহত্যায় তুতুসি জাতির প্রায় ৮০০,০০০ জনের প্রাণহানি ঘটে। বছরটি অত্যাচারের ঘটনা ঘটতে দেওয়ার জন্য দায়ী ভুলগুলো শোধরে নেওয়া এবং ভবিষ্যতে এই ধরনের অত্যাচারের বিরুদ্ধে দৃঢ় প্রতিরক্ষা গড়ে তোলারও এক বছর; বছরটি সত্যিই মৃত্যু এবং ধ্বংস থেকে শিক্ষা নেওয়ার একটি বছর।

২০১৭ আমাদেরকে ভুল প্রমাণ করেছে। বিবিসি ও দ্য গার্ডিয়ানের দুটি প্রতিবেদন থেকে এখন জানা যাচ্ছে যে, মায়ানমার গণহত্যার প্রাথমিক সতর্কবার্তাগুলো জাতিসংঘ নিজেই উপেক্ষা করেছে, আড়ালে রেখেছে। জাতিসংঘ সত্যিই রুয়ান্ডা থেকে কিছু শিখতে পারেনি। জাতিসংঘের ব্যবস্থায়, ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হলো।

রুয়ান্ডা এবং মায়ানামারে জাতিসংঘের ব্যর্থতাগুলোর মধ্যে অনেকগুলো সাদৃশ্য রয়েছে।

রুয়ান্ডায় গণহত্যা শুরু হওয়ার তিন মাস আগে, জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনের প্রধান জাতিসংঘের তৎকালীন মহাসচিবের সামরিক উপদেষ্টাকে একটি আসন্ন গণহত্যার খবর জানিয়ে একটি তারবার্তা পাঠিয়েছিলেন। এক মাস পর, মহাসচিবের বিশেষ প্রতিনিধি আরেকটি সতর্ক বার্তা পাঠান। জাতিসংঘর আলোচনা অব্যাহত রাখে, এবং রুয়ান্ডায় সেই ভয়ংকর গণহত্যা শুরু হয়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত কোন কার্যকর পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হয়।

মিয়ানমারের ক্ষেত্রেও একই জিনিস ঘটেছে। মে মাসে, জাতিসংঘ মিয়ানমার দপ্তর কর্তৃক নিযুক্ত একজন স্বাধীন বিশ্লেষক পরবর্তী ছয় মাসের মধ্যে পরিস্থিতির ‘গুরুতর অবনতি’ ঘটতে পারে এমন সতর্কবার্তাসহ রিপোর্ট করেন এবং জাতিসংঘের প্রতি জরুরি পরিকল্পনা গ্রহণের আহ্বান জানান। উক্ত বিশ্লেষক জাতিসংঘকে একটি গণ নিপীড়ন এড়ানোর জন্য তার মানবাধিকার রক্ষা কৌশল প্রয়োগের সুপারিশ করেন। জাতিসংঘের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তারা ঐ রিপোর্টটি দেখার কোনও আগ্রহও প্রকাশ করেননি। এবং যথারীতি রোহিঙ্গা গণহত্যা শুরু হয়ে যায়। ২৫ শে আগস্ট থেকে মায়ানমারে শুরু হওয়া গণহত্যাকে জাতিসংঘ "জাতিগত নিধনের সুস্পষ্ট উদাহরণ” এবং ”দ্রুততম মানবিক বিপর্যয়" বলে অভিহিত করে।

কিন্তু রুয়ান্ডার গণহত্যার পর একই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হওয়ার কথা নয়। কারণ, জাতিসংঘ রুয়্যান্ডা গণহত্যা রুখতে নিজের ব্যর্থতা সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করে। জাতিসংঘের তৎকালীন মহাসচিব বুটরস বুটরস-ঘালি অনুতাপের সঙ্গেই স্বীকার করেন ‘এই ব্যর্থতার জন্য আমরা সবাই দায়ী। একটি গণহত্যা সংঘটিত হয়ে গেছে।’ এ বিষয়ে গভীরভাবে অনুসন্ধান করার জন্য একটি কমিশন নিযুক্ত করা হয় এবং এটি জানতে পারে যে জাতিসংঘের পুরো ব্যবস্থা রুয়ান্ডা গণহত্যা প্রতিরোধ করতে ব্যর্থ হয়। তারা এটাও উপলব্ধি করে যে, ভবিষ্যতে এ ধরনের নৃশংসতা প্রতিরোধে নতুন ব্যবস্থা প্রয়োজন।

১৯৯৯ সালে কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে নানা ধরনের হিসাব নিকাশ শুরু হয় এবং শেষ পর্যন্ত বেশ কিছু সংস্কার আনা হয়।

গণহত্যা প্রতিরোধে একটি অফিস প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং প্রাথমিক সতর্কতায় করণীয়সহ সুরক্ষার দায়-দায়িত্বও নির্ধারণ করা হয়। নিপীড়নমূলক অপরাধের পদ্ধতিগত সতর্কতা নিশ্চিত করার জন্য বিশ্লেষণের একটি কাঠামোও প্রণয়ন করা হয়।

গণহত্যা প্রতিরোধ করার জন্য তৎকালীন মহাসচিব জাতিসংঘের পুরো ব্যবস্থাপনাকে সম্পৃক্ত করে একটি কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেন। গণহত্যা এবং নৃশংসতা সম্পর্কে প্রাথমিক সতর্কতার জন্য একটি মানবাধিকার সংক্রান্ত কৌশল গৃহীত হয়।

দুঃখের বিষয়, রুয়ান্ডা গণহত্যার ২৩ বছর পর, মায়ানমারের ক্ষেত্রে সেই সব উদ্যোগ ও অঙ্গীকার হোঁচট খাচ্ছে। প্রাথমিক পর্যায়ে প্রেরিত সতর্ক বার্তাগুলো আড়াল করে রাখা হয়েছে। আরও ভয়ংকর বিষয় হলো, জাতিসংঘ মিয়ানমার কার্যালয় মানবাধিকার কর্মীদের রোহিঙ্গাদের এলাকায় ভ্রমণ থামানোর চেষ্টা করে, তারা এই বিষয়ে জনসচেতনতা বন্ধ করার চেষ্টা করে এবং মায়ানমারে জাতিগত নিধন হতে যাওয়ার ব্যাপারে যারা সতর্ক করতে চাইছিল সংস্থার সেসব কর্মীদেরকে চাপের মুখে রাখা হয়।

১৯৯৫ সালের জুলাই মাসে বসনিয়ার গণহত্যার রক্তাক্ত সময়ের কথা আমরা ভুলতে বসেছি, সেখানে জাতিসংঘ এই বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের সতর্ক করতে ব্যর্থ হয়। নভেম্বর ১৯৯৯ সালে জাতিসংঘের তৎকালীন মহাসচিব কোফি আনান এক প্রতিবেদনে বলেছিলেন, '... একটি সমগ্র জাতিগোষ্ঠীকে সন্ত্রস্ত রাখা, বহিষ্কার করে দেওয়া বা খুন করার পরিকল্পিত এবং পদ্ধতিগত প্রচেষ্টা অবশ্যই সম্ভাব্য সমস্ত উপায় দিয়ে নিখুতভাবে রুখতে হবে।'

এবং এখন মায়ানমারের সর্বশেষ ঘটনার সঙ্গে ঐ প্রতিবেদনের প্রতিটি শব্দ সঙ্গে মিলে যায়। গণহত্যার পর বিশ্ব 'আর নয় ' শীর্ষক যে অঙ্গীকার করেছিল, তাকে এখন একটি নিষ্ঠুর পরিহাসের মতোই শোনায়।